দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 NOV 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড

বর্তমান বিশ্বে সার্বিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো শিক্ষা। শিক্ষার মাধ্যমে একজন মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত রাখতে পারে দেশ ও জাতির উন্নয়নের বৃহৎ ভূমিকায়। পূর্ণ ও প্রকৃত মর্যাদা নিয়ে টিকে থাকার সর্বপ্রথম ও অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে জাতিকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। জাতির সদস্যরা শিক্ষিত হলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে, নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ঘটে, চাল-চলনে সার্বিক উন্নয়নের অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, অশিক্ষা ও অজ্ঞানতা আমাদের বাংলাদেশে জাতিগত সার্বিক উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধক রূপে বিরাজ করে জাতিকে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে। আমাদের দেশে মোট জনসংখ্যার তিন চতুর্থাংশই নিরক্ষর। আমাদের বাংলাদেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সহজ অর্থহল—ছয় বছরের উর্ধ্ব য়সের সব শিশুকে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী করা এবং তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮১-৮৫) এব্যাপারে বাস্তব পদক্ষেপ গৃহীত হয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৮৬-৯০) লক্ষ্য হল কমপক্ষে শতকরা ৭০ ভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত পাঠ শেষ করার ব্যবস্থা করা হবে। ইতিমধ্যে ৩৭ হাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে এ জন্য প্রশিক্ষণও দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে ১০ থেকে ৩০ বছর বয়সের নীচে প্রায় ৩ কোটি লোক নিরক্ষর। ১০ এর নীচে বয়স—এ ধরনের প্রায় ৫ কোটি ছেলে-মেয়ে রয়েছে। তাদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। সার্বক্ষণিক শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমগুলো প্রয়োজনীয় প্রকৃত পদক্ষেপ নিতে পারে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে টিভি, বেতার ও সংবাদপত্র গুরুত্ব ভূমিকা পালন করে আসছে। তাদের শিক্ষার একটা অংশ সম্পন্ন হয় এ সকল গণমাধ্যম দ্বারা।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে উচ্চ শিক্ষার বীজ-তলা। আর মাধ্যমিক বিদ্যালয় হচ্ছে শিক্ষার ক্ষেত্র। কলেজ হল শিক্ষার ফুল এবং বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে শিক্ষার ফল বা ফসল। শিক্ষার এ বীজ-তলা তৈরী করতে পারেন প্রাথমিক শিক্ষক।

আমাদের বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আরো উন্নত হওয়ার প্রয়োজন। তাহলেই আমাদের শিক্ষাকে 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড' বলে আখ্যায়িত করা সম্ভব হবে।

—শামীম আজাদ আনোয়ার,
দরগা রোড, ত্রিশাল,
ময়মনসিংহ।

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা

বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। শতকরা ৯০ জন লোকই মুসলমান আমাদের দেশে। দেশে প্রচুর ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হতে আগ্রহী ছাত্র বিদ্যমান। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও তারা পূর্ণ ও প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না। কারণ, দেশে ইসলামী শিক্ষা এখনো পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। ইসলামী শিক্ষাকে পূর্ণ ও প্রকৃতভাবে বাস্তবায়িত করতে হলে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো সমাধান করা দরকার যেমন—বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে একটি করে সরকার পরিচালিত আলিয়া মাদ্রাসা, প্রতিটি উপজেলায় একটি করে কামিল মাদ্রাসা এবং প্রতি গ্রামে কমপক্ষে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় তুল্য এবতেদায়ী মাদ্রাসা থাকা দরকার। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গভাবে পরিচালিত করে গুরুত্বপূর্ণ মাদ্রাসাসমূহে অনার্স কোর্স চালু করা দরকার। মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে বিজ্ঞ করে তোলা এবং মাদ্রাসা শিক্ষায় ছাত্র-বৃত্তি বাড়িয়ে পূর্ণভাবে উৎসাহিত করা। মাদ্রাসার সিলেবাসকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষার আলোকে প্রণয়ন করা হলে অবশ্যই ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়িত হতে পারবে।

অপরদিকে প্রচলিত বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা স্বদেশ ও জাতিকে সৎ, যোগ্য, চরিত্রবান ও সুনাগরিক ভালভাবে দিতে পারেনি। যার ফলে রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামো ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় সর্বস্তরে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়নই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

সংবাদদাতা
দৈনিক ইকিলাব ও ত্রিশাল

—শামীম আজাদ আনোয়ার
দরগা রোড, ত্রিশাল
জেলা ঃ ময়মনসিংহ।